৩৬

দৈনিক বাংলা

তারিখ 17 APR 1993
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৬

অন্ধদের জন্য শিক্ষার দরজা খোলা থাকলেও চাকরির দরজা বন্ধ

রুহুল গনি জ্যোতি ঃ দৃষ্টিহীন যুবক আবদুল লতিফ বাদল। বয়স ২৮ ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু এই দৃষ্টিহীনতা তাকে আটকাতে পারেনি। সমাজের আর দশজন তরুণের মত সেও জীবনযুদ্ধে শরিক হয়েছে। চক্ষুসম্মানদের মতই পড়াশুনা করে একের পর এক ডিগ্রী নিয়েছেন। ১৯৯০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিএ অনার্স করেছেন। রেজাল্ট মোটামুটি ভাল। কিন্তু আজ দৃষ্টিহীনতা তার জন্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায় দু' বছর ধরে অনেক চেষ্টা করেও একটি চাকরি জোগাড় করতে পারেনি বাদল। কারণ অন্ধদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দরজা খোলা থাকলেও চাকরির দরজা এখনো বন্ধ। বাদল জানালেন, সরকারী চাকরিতে সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে না। আর বেসরকারী নিয়োগকর্তারা বিশ্বাসই করতে চান না অন্ধরা কোন কাজ করতে পারে।

ফলে বেকারত্বের কঠিন অভিশাপ বয়ে বেড়াতে হচ্ছে তাকে। যা তার জীবনকে রীতিমত দুর্বীসহ করে তুলেছে।

শুধু বাদল নন। বাদলের মত এমন অন্ধ বেকারের সংখ্যা এখন অনেক। যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিভিন্ন বিষয়ে সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়েছে।

স্বাধীনতার পর থেকে দেশের অন্ধরা উচ্চ শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট হয়। প্রথম দিকে শুধুমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই এসব দৃষ্টিহীন ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি করা হতো। এ পর্যন্ত প্রায় ২৫ জন দৃষ্টিহীন ছাত্র-ছাত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করেছেন। এদের মধ্যে এ পর্যন্ত ১০ জন চাকরি পেলেও বাকী ১৫ জন এখনো বেকার। অন্ধদের জন্য শুধু সরকারী চাকরির দুয়ারই কিছুটা খোলা আছে। বিভিন্ন স্কুলের রিসোর্স টিচার ও অন্ধ স্কুলের শিক্ষক হিসাবেই মূলতঃ সরকারী পর্যায়ে দৃষ্টিহীনদের নিয়োগ দেয়া হয়ে থাকে।

বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৭ জন দৃষ্টিহীন ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করছে। প্রতি বছরই এই সংখ্যা বাড়ছে। বাড়ছে পাস করা দৃষ্টিহীন বেকারদের সংখ্যা।

স্বাধীনতার পর বিভিন্ন সময়ে দেশের পশ্চাদপদ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে নানা ধরনের সহযোগিতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও দৃষ্টিহীনরা বরাবরই উপেক্ষিত। তারা একদিকে যেমন পরিবার ও সমাজের কাছে অবহেলিত তেমনি সরকারের কাছেও।

এ ব্যাপারে বাংলাদেশ দৃষ্টিহীন অধিকার আদায় পরিষদের নেতা মোঃ এরশাদ আলী জানিয়েছে, দৃষ্টিহীনরা অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বারবার আন্দোলন সংগ্রাম অনশন করলেও সরকার বরাবরই নীরব। তিনি বলেন, দৃষ্টিহীনরা তাদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নের জন্য স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন সংগ্রাম করতে করতে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। গত ১৯৮৯ সালে দৃষ্টিহীনরা তাদের দাবী আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলনের এক পর্যায়ে আমরণ অনশন শুরু করলে তৎকালীন জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারপারসন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে দেশের অন্ধদের সমস্যা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে বলে আশ্বাস দেন। কিন্তু আজ গণতান্ত্রিক সরকারের দু' বছর অতিক্রান্ত হলেও এখনো পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। এ ব্যাপারে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, সাংবাদিক সম্মেলন এমন কি সরকারী কর্মকর্তা, মন্ত্রী বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে বারবার আলাপ-আলোচনা করেও কোন লাভ হচ্ছে না বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত অনেক চেষ্টা করেও এ সমস্যাটি নিয়ে সংসদে আলোচনা উত্থাপন করা যায়নি। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, এ ব্যাপারে সবারই পরামর্শ যেন 'বেঁচে থাকতে চাওতো আত্মহত্যা কর।'